দর্শনায় কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মানববন্ধন ও স্বারকলিপি পেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীরবৃন্দ ৩ দফা দাবীতে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান করে।

বিগত সরকারের বৈষম্যের স্বীকার বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশাধের দাবিতে এই মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশে ও শিল্প উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গার কেরু এ্যান্ড কোম্পানির জেনারেল অফিসের সামনে কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কেরু’র অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ সংস্থার সভাপতি হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জাতীয় গণ ফ্রন্টের মূখ্য সমন্বয়ক ও কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি কমরেড টিপু বিশ্বাস, জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কামরুজ্জামান ফিরোজ, শ্রমিক নেতা- শাহ আলম, জুলফিকার হায়দর জুলু, জাহাঙ্গীর আলম লুল্লু সহ আরও অনেকে।

এসময় বক্তারা, আমাদের অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটির বকেয়া পাওনা ক্ষতিপূরণসহ সমূদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্তদের উৎসব বোনাস, বৈশাখী এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান করতে হবে। অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটির ২০% অর্থ প্রদান সংক্রান্ত বোর্ড সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। আর তা না হলে আমরা রাজপথে নেমে কঠোর থেকে কঠোর আন্দোলন করবো।

এরপর কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে শিল্প উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

দর্শনা কেরু চিনিকল স্মরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরুজ চিনিকল। এবার ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের স্মরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

বিগত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকারকে ১৪০ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়েও ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে চিনিকলটি।কেরু এ্যাড কোম্পনীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসান জানান, গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর যোগদানের পর থেকেই আমি শ্রমিক কর্মচারী ও কৃষকদের পাশে থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে কেরুকে লাভজনক অবস্থায় আনতে সক্ষম হয়েছি। আখচাষিদের সাথে সভা- সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ কার্ অব্যাহত রেখে চলেছি। কৃষকদের সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করণের পাশাপাশি যেকোনো প্রয়োজনে পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করি আগামীতেও ৯টি চিনিকলের মধ্যে দর্শনা কেরু চিনিকল লাভজনক অবস্থায় আনতে সক্ষম হবো।কেরু অন্যান্য বিভাগে লাভজনক আনতে সক্ষম হয়েছি তেমনি চিনিকলকেও লাভজনক অবস্থায় আনতে সক্ষম হবো বলে আশাবাদী। এ দিকে বাংলাদেশ সরকার কৃষকদের কথা বিবেচনা করেই বারবার আখের মূল বৃদ্ধি করেছে।

চিনি কারখানার দশা যা হোক না কেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ শিল্প করপোরেশন থেকে প্রতি বছরের আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা বেধে দিতে কমতি করেন না কর্তাবাবুরা। দেশের সবগুলো চিনিকল যখন লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে গভীর জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন সরকারকে প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব দিয়েও মুনাফা অর্জন করছে কেরুজ কমপ্লেক্স। কেরুজ কমপ্লেক্সে প্রতিষ্ঠাকালের সকল রেকর্ড ভেঙে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরেও মুনাফা অর্জন হয়েছে সর্বচ্ছ। সরকারের রাজস্ব খাতে ১৪০ কোটি ও চিনি কারখানার প্রায় সাড়ে ৬২ কোটি লোকসান পুষিয়েও মুনাফা অর্জন হয়েছে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। যা চিনিকল

লোকশান হয়েছে ৬২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এ দিকে ওই অর্থ বছরে কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগে ফরেণ লিকার উৎপাদন হয়েছে ২’ লাখ ৫ হাজার ২২০ কেচ। উৎপাদিত ফরেণ লিকারের মধ্যে বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ২ হাজার ৬৯৮ কেচ। সিএস (দেশীয় মদ) উৎপাদন হয়েছে ২৪ লাখ ৮৯ হাজার প্রুফি লিটার। বিক্রি হয়েছে ২৩ লাখ ৭৪ হাজার ৩৬০ প্রুফ লিটার। ভিনেগার উৎপাদিত হয়েছে ২১ হাজার লিটার। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ফরেণ লিকার ও দেশীয় মদ উৎপাদন বিক্রির পরিমান অনেক গুনে বেশী হলেও গত অর্থ বছরে মুনাফা অর্জনের পরিমান বেশী। নেপথ্যে রয়েছে গত অর্থ বছরের শুরুর দিকেই ফরেণ লিকার ও দেশীয় মদের মূল্য বৃদ্ধি। এ ছাড়া দেশীয় মদ বোতলজাত করণের কারণেও অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন হয়েছে। অনিরিক্ষিত তথ্যনুসারে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কেরুজ ৬টি বিভাগের মধ্যে ৫টিতেঁই মুনাফা অর্জন হয়েছে। চিনি কারখানায় ৬২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লোকসান হলেও ডিস্টিলারী কমপ্লেক্স বিভাগে মুনাফা অর্জন হয়েছে ১৯০ কোটি ২৬ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। বানিজ্যিক খামারগুলো থেকে মুনাফা অর্জন হয়েছে ৩৬ লাখ ৯ হাজার টাকা। আকন্দবাড়িয়া পরিক্ষামূলক খামার থেকে মুনাফা অর্জন হয়েছে ৩৩ লাখ ২ হাজার টাকা ও আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানায় ৭৮ লাখ ১৩ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে।

দর্শনা কেরু চিনিকলে এসটিপি বেডে আখ রোপণ মৌসুমের উদ্বোধন

দর্শনা কেরু চিনিকলের দ্বিতীয় ধাপে এসটিপি বেডে আখ রোপণ মৌসুম ২০২৫-২৬ এর উদ্বোধন ও মিল পরিদর্শন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মানিক উদ্দিন।

শনিবার দুপুর ১২টার দিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মানিক উদ্দিন কেরু চিনিকলের আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক খামার এবং মিল এলাকার বড় আখচাষি তৈয়ব আলীর জমিতে এসটিপি বেডে বীজ আখের বেড স্থাপনার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি মিলের কারখানা বিভাগ,

ডিস্টিলারি বিভাগ ও জৈবসার কারখানা পরিদর্শন করেন।

কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসানের সভাপতিত্বে আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক খামার ও তৈয়ব আলীর জমিতে রোপণ মৌসুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

এসটিপি বেডে বীজ আখের উদ্বোধনকালে সিনিয়র সচিব মানিক উদ্দিন বলেন, চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে বেশি বেশি আখ লাগাতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে চাষিদের জন্য উন্নতমানের বীজ নিয়ে এসেছি, যাতে তারা লাভবান হন। যেমন অল্প জমিতে বহু তলা ভবন নির্মাণ সম্ভব, তেমনি অল্প জমিতে উন্নত বীজের আখ চাষ করে ভালো মুনাফা অর্জন করা যাবে। এবার পাবলিক ও কেরু বাণিজ্যিক খামার মিলিয়ে ৬ হাজার মেট্রিক টন আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি এবং আমরা লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ফলে আগামী বছর চিনিকলটি আরও বেশি দিন চালু থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জিএম (কারখানা) সুমন কুমার, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, ডিজিএম (বীজ) দেলোয়ার হোসেন, ডিজিএম (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমানসহ কেরু চিনিকলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আখচাষিরা।

অনুষ্ঠান শেষে কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম শামসুজ্জোহা আজাদী সুষ্ঠুভাবে রোপণ মৌসুম সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করেন।

কেরুতে উন্নত কৃষি ও আখের ফলন বৃদ্ধি-বিষয়ক মতবিনিময় সভা

দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্সে আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষে উন্নত কৃষি তাত্বিক বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্সে হল রুমে প্রায ৯ টি গ্রামের আখচাষীদের নিয়ে এ সভা অনুষ্টিত হয়।

এ অনুষ্ঠানে মহাব্যাবস্থাপক কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে আখচাষীদের নিয়ে এ টেনিং অনুষ্টিত হয়। এ আখচাষী সভায় প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসান।

এ সময় চাষীদের উদ্দেশে তিনি বলেন,“আপনারা আগাম আখচাষ করলে আপনাদের ভুর্তিকি দেওয়া হবে।তাই অল্প জমিতে ভালো বীজ রোপন করলে আপনারা ফলন বেশি পাবেন,।আপনারা এস টিপি বেড তৈরি করে আখ লাগান দেখবেন আপনারা আখের ফলন বেশি পাবেন। তাই আপনারা বেশি বেশি আখ লাগিয়ে চিনি শিল্প টিকে টিকিয়ে রাখুন।আগামী বছর আপনাদের কথা চিন্তা করে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে।”

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মহাব্যাবস্থাপক কৃষি দেলোয়ার হোসেন, ডিজিএম কৃষি সম্পাসারন মাহাবুবুর রহমান, এস সিডিএ মাহফুজুল আলম রতন প্রমুখ।

দুই বছরের কাজ ১৩ বছরেও শেষ হয়নি কেরুর আধুনিয়াকায়ন প্রকল্পের কাজ

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর আধুনিকায়ন প্রকল্পটির কাজ ২০১২ সালে শুরু হয়ে ২০১৪ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দীঘ ১৪ বছরেও প্রকল্পের কাজটি শেষ হয়নি।

ফলে ভারতীয় প্রকৌশলীরা সহ ২২ জনকে বসে বসে ডলারে বেতন গুনছে কতৃপক্ষ।

জানা গেছে, প্রথমে দুই বছর সময় বেঁধে দিয়ে ২০১২ সালে ‘বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড’ নামে প্রকল্পটির অনুমোদন দেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেক পুরোনো এই চিনিকলটির আধুনিকায়ন এবং আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে তখন খরচ ধরা হয়েছিল ৪৬ কোটি টাকা। কিন্তু

দ্বিগুণের বেশি বাড়িয়ে ধরা হয় ১০২ কোটি ২১ লাখ টাকা। খরচ বাড়ে ১২০ শতাংশ। কিন্তু তাতেও হয়নি পুরো কাজ। এরপর প্রতিবছর সংশোধন করে প্রতিবারে এক বছর করে সময় বাড়ানো হয়; যার মেয়াদ ছিল ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। এভাবে প্রকল্পটির মেয়াদ একের পর এক বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যন্ত সাতবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কিন্তু এই ১৪ বছরে খরচ করা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৭৮ দশমিক ৩২ শতাংশ। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি চালিয়ে গত ১৫ থেকে ১৬ মার্চ শুধু ওয়াটার ট্রায়াল রান সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় আখ মাড়াই তথা চিনি উৎপাদনের জন্য ৫০ শতাংশ কার্যকর হয়েছে। তাই বাকি কাজ শেষ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আবার উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হলে আইএমইডির মতামত নিতে বলা হয়।

আইএমইডি তার মতামতে বলেছে, প্রকল্পটি দীর্ঘদিন থেকে চলমান। কিন্তু কাজ শেষ পর্যায়ে। তাই বাকি কাজ শেষ করার জন্য এক বছর সময় বাড়ানো যেতে পারে। এরপর আর সময় বাড়ানো যাবে না। একই সঙ্গে কোনো খরচও বাড়ানো যাবে না। আইএমইডির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন সব কিছু যাচাই করে একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের আগে মতামতে বলেছে- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চিনিকলের আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আখ মাড়াই ও চিনি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের মাধ্যমে চিনিকলের প্রসেস লস কমে যাবে। ফলে জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। সম্পূর্ণ মাড়াই মৌসুমে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের মাধ্যমে ট্রায়াল রান সম্পন্ন করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো যেতে পারে।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২৬) প্রকল্পটিতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের প্রায় সব কাজ শেষ হলেও গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তন হলে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা আসেননি। প্রোডাকশন ট্রায়াল রান সম্ভব হয়নি। এ কারণে সময় বাড়ানো ছাড়া বিকল্প ছিল না। প্রকল্পটির খরচ অপরিবর্তিত থাকলেও মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে বাস্তবায়ন শেষে আখ মাড়াই ও চিনি প্রক্রিয়াকরণে যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রসেস লস কমবে, উৎপাদন বাড়বে এবং স্থানীয় কৃষি ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কেরুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন,কাজ এখনও বুঝিয়ে দেয়নি কাজ বুঝিয়ে দিলে আমরা তা বুঝ করে নিব।
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) রশিদুল হাসানের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোনটি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পযন্ত প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ কেরুর বিএম আর প্রকল্পের কাজ পরিদশন করেন মেজর জেনারেল নাহিদ আজগার, ব্রিগেডিয়ার সাজ্জাদ হোসেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলামিন হোসেনসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৯ সদস্যর একটি টিম।

দর্শনায় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে ঈদ ই মিলাদুন্নবী উদযাপন

দর্শনায় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের আয়োজনে যথাযথ সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে দিয়ে ঈদ ই মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে দোয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টায় কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্কুলের হল রুমে ঈদ ই মিলাদুন্নবী উদযাপনের দোয়া ও আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আঃ রহিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রাব্বিক হাসান এফসি এম এ। এ সময় তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এবং তার উপর বিস্তর আলোচনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মোঃ আশরাফুল আলম ভূইয়া, জুনিয়র হিসাব সহকারী নাঈমা রেজা। পরে প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দীর্ঘ ১৩ বছর পর গতকাল মঙ্গলবার নতুন বয়লিং হাউজ চালু হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত চালু হলো না। এ বছরে চালু হবে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না। তাহলে কার ভরসায় ১২ দিন মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ হলো। এ ক্ষতির দায়ভার কে নিবে। চিনিকলটি ১২ দিন বন্ধ থাকায় আঁখ চাষীরা আখ রোপন থেকে পিছু হাটছে। কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ডিজিএম সম্প্রসারণ মাহাবুবুর রহমান গত ২২ ফেব্রয়ারী ফেসবুকে পোষ্ট দিয়ে জানান দেন, অর্ধেক জমিতে আখ দাঁড়িয়ে আছে বাকি অর্ধেক মুড়ি আখ রয়েছে।

জীবননগর সাবজনের বিশিষ্ট আখ চাষী ছাইদার হোসেন বলেন, আমার আখ এখনও সমুদয় আখ এখনও সরবারাহ করতে পারেনী। যার কারনে তিনি ক্ষোভে হতাশা বিরাজ করে ০.৫০ একর মুড়ি আখ চষে ফেলছিলো। এমন হাজারো চাষীরা এবার আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাহলে চাষীরা যদি আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এ দায়ভার কে নিবে। এ চিনিকলটি ১২ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় পুনরায় পুরাতন মিল দিয়ে আঁখ মাড়াই কার্যক্রম শুরু করে। আসলে চিনিকলটি এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে আঁখের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে বলে ধারনা করছে আখ চাষীরা।

২০২৪-২৫ আখ মাড়াই মৌসুমের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের। ৬৫ কার্য দিবসে ৭০ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চিনি আহরণের হার ধরা হয় ৫ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫২ দিনে এ যাবত ৬০ হাজার ৪৩৮ পয়েন্ট ৮৩৫ মেট্রিক টন আঁখ মাড়াই করে ৩ হাজার ১২৮শত ৫ পয়েন্ট ১৭ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ২০/০২/২০২৫ তারিখ দর্শনা কেরু চিনিকলটি চালু হওয়ার পর মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার মিলটি চালু হওয়া পযর্ন্ত কেরু বাণিজ্যিক খামারে এবং কৃষকের জমিতে ৭/৮ শত একর দন্ডায়মান আঁখ রয়েছে বলে জানান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

তিনি আরো বলেন, চলতি আঁখ রোপন মৌসুমে ৬ হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন করা জন্য সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছ্। এ পযর্ন্ত ৫ হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন হয়েছে। আরো এক হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন করা হবে বলে তিনি আশাবাদী। তবে মিল কর্তৃপক্ষ সার বিতরণের উপর নিরভর করে লক্ষ্যমাত্রা করেন। বাস্তবে কতটুকু আঁখ রোপন হয়েছে তা বলা

অসম্ভব। কারণ চাষীরা আঁখ লাগানোর জন্য যে পরিমান জমির কথা বলে সার উত্তোলন করে, তা সঠিক হয় না, কারণ কেরু মিল থেকে সার উত্তোলন করে জমিতে ভুট্টা ও ধান রোপন করে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মিল এলাকায় আঁখ রোপনের লক্ষমাত্রা অর্জন হয় না।

দর্শনায় কেরু মন্দিরে হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার একমাত্র ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্প কারখানা দর্শনার কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সুনামধন্য “কেরুজ সর্বজনীন দূর্গা মন্দির” এলাকার মন্দিরের দূর্গাপূজাকে সভল ভাবে সম্প্রদানে হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন কেরু এন্ড কোম্পানির নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

গতকাল রোববার সন্ধা ৭ টায় কেরুজ সর্বজনীন দূর্গা মন্দিরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেরুজ দূর্গামন্দিরে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে শারদীয় দূর্গা পূজা। সভায় প্রধান অতিথি রাব্বিক হাসান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও যে কোন উস্কানি বা গুজব রোধে সকলকে একযোগে সোচ্চার ও সচেতন থাকার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

তিনি বলেন, এটা আমার আপনার সবার দেশ, একযোগে সবাইকে নিরাপত্তা দিতে সহযোগিতা করতে হবে। পাশাপাশি পূজা চলাকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মন্দির এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কেরুর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে সর্বাক্ষণিক টহল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহা-ব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, মহা-ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) রাজিবুল হাসান, কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, মন্দির কমিটির

সভাপতি নমিতা রানী মালাকার, সাধারণ সম্পাদক রাধারাণী দাস, রতন কুমার লোধ, নারায়ন চন্দ্র দাস, সমির সরকার, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, দীপেন ঘোষ, তপন কুমার বিশ্বাস, তারাপদ বিশ্বাস, ধীরেন চন্দ্র দাস, শঙ্কর বিশ্বাস, সুবাস বিশ্বাস, রতন দাস, গনেস বিশ্বাস, বাঁধন চন্দ্র দাস, শুভ লোধ প্রমুখ।

দর্শনার কেরুতে ওয়াস হাউজের সড়কের পাশে অরক্ষিত ঝুঁকিপূর্ণ লৌহ বাউন্ডারি নির্মান

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান কেরু এ্যান্ড কোম্পানির স্প্রিট তৈরীতে ব্যবহৃত কাঁচামাল চিটাগুড় (মোলাসেস) এর পরিত্যাক্ত তরল স্পেন্ট ওয়াস সংরক্ষণের অরক্ষিত ঝুঁকিপূর্ণ ৭০ ফুট গভীর হাউজের সড়কের পাশসহ চতুর্দিকে লৌহ বাউন্ডারি নির্মান করেছে কেরু এ্যান্ড কোম্পানির নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

জানাগেছে, কেরু এলাকায় “কেরুজ জৈবসার” তৈরীর লক্ষে ২০১২ সালে দর্শনা রেলবাজার-আনোয়ারপুর রাস্তার পাশে স্প্রিট তৈরীতে ব্যবহৃত মোলাসেসের অব্যবহৃত পরিত্যাক্ত তরল বজ্র সংরক্ষণের জন্য রাস্তার দুইপাশে ২ টি গভীর হাউজ তৈরী করে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। যার একটির গভীর ৫০ ফুট আর অন্যটির ৭০ ফুট। ঝুকিপূর্ণ গভীর হাউজ দুটি কেরুর কর্মচারিদের আবাসিক এলাকা ও রাস্তার পাশে হওয়ায় সেইসময় লোহার তারকাটা দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করা হয়৷ পরবর্তীতে ২০১৯ সালে তারকাঁটা মরিচাধরে নষ্ট হয়ে ছিড়ে যায়।

এসময় রাস্তায় চলাচলরত পথচারী ও আবাসিক এলাকার মানুষের মাঝে তৈরী হয় আতঙ্ক। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ কেরু এ্যান্ড কোম্পানির পূর্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় সহ বড় কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বা লিখিত দিয়েও তারা পুনোরায় হাউজগুলোর তারকাঁটা দিয়ে সংস্করের ব্যাবস্থা করেনি। নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক যোগদানের ১ মাসের মধ্যে রাস্তার পাাশের গভীর হাউজের